ভোরের কাগজ

253

তারিখ ... AUG. 10 1999
পৃষ্ঠা ...2... কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরি বন্ধ হচ্ছে না

কর্তৃপক্ষ বরং বাড়তি আয়ে ভাগ বসাতে ইচ্ছুক

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কনসালটেন্সী বা পার্ট টাইম চাকরি বন্ধ হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ বরং এ ধরনের কাজে যুক্ত হওয়ার আগে, শিক্ষকরা যেন প্রশাসনের অনুমতি নেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চান। এর উদ্দেশ্য : কর্তৃপক্ষ চান কনসালটেন্সি বা পার্ট টাইম চাকরি থেকে শিক্ষকদের অর্জিত আয়ের একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা পড়ুক। উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষকদের লাভজনক বাড়তি কাজ বন্ধের প্রশ্নই আসে না।

প্রসঙ্গত শিক্ষা কার্যক্রম গতিশীল করতে কর্তৃপক্ষ গত জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ১৯ দফা সুপারিশমালা পাঠিয়েছিলেন। এর প্রথম দফাটি ছিল শিক্ষকদের কনসালটেন্সি ও পার্ট টাইম চাকরি সংক্রান্ত। ১ জুলাই পর্যন্ত দুটি বিভাগ মাত্র এ সম্পর্কে মতামত দেয়। দ্বিতীয় দফায় পুনরায় সুপারিশ পাঠিয়ে জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মতামত পাঠানোর জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে মাত্র ১১টি বিভাগ ও দুটি ইনস্টিটিউট মতামত দিয়েছে। বিভাগগুলো হচ্ছে : আরবি, উদ্ভিদবিদ্যা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, উর্দু ও ফার্সি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, মনোবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ফার্মেসি ও ইংরেজি। ইনস্টিটিউট দুটি হলো : আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট।

এর মধ্যে শুধু উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ থেকে শিক্ষকদের কেউ কেউ কনসালটেন্সি বা পার্ট টাইম করেন বলে স্বীকার করা হয়েছে। ইংরেজি বিভাগ এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার তুলনা করেছে। অন্য সব বিভাগ ১৯ দফার অন্য দফাগুলো নিয়ে মন্তব্য করলেও শিক্ষকদের পার্ট টাইম চাকরি নিয়ে কোনো মন্তব্যই করেননি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানরা তাদের সহকর্মীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন কোনো কাজে তেমন আগ্রহী নন। তাছাড়া তাদের অনেকেই নিজে এ ধরনের কাজে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত বলে পরিচিত শিক্ষকরা এ ধরনের কাজের সুযোগ বেশি পান বলে তারাও এ ব্যাপারে তেমন উচ্চবাচ্য করেন না।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের

● প্রথম পাতার পর

কয়েক মাস আগে উপ-উপাচার্যের সভাপতিত্বে এ বিষয়ক ডিনদের একটি সভায় জীববিজ্ঞান অনুষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, শিক্ষকরা প্রাইভেট স্কুল-কলেজে পড়ান। অনেকেই এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেননি। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ বৈঠকে কলা অনুষদের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ও ঠিকমতো ক্লাস না নেওয়া, পরীক্ষা ও ফলাফলের ব্যাপারে যত্নবান না থাকার অভিযোগ করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পক্ষ থেকে শিক্ষকরা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে শিক্ষকরা কর্মস্থল ত্যাগ করেন বলে অভিযোগ করা হয়। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট একটি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের ক্লাস নিতে অনীহা প্রকাশের কথা জানানো হয়। বিজ্ঞান অনুষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় আইন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের মেধার বিপরীতে বেতন-ভাতা নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তাই তারা আরো বেশি উপার্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চাকরির বাইরে কাজ করতে চান। ফলে বাইরের কাজে অধিক সময় দেওয়াতে তারা ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস, পরীক্ষা নেওয়াসহ অন্যান্য একাডেমিক কাজে সময় দিতে পারেন না। অনেকে নিজের বিভাগে কদাচিৎ আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এমনকি তাদের কোনো কোনো বিভাগীয় শিক্ষককে চেনেও না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোতে ১৯ দফা সুপারিশ পাঠিয়েছিল।

প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে বলা আছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি এবং অনুমতি না নিয়েও শিক্ষকরা বাইরের বৈধ সংস্থার সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক রাখতে পারবেন। তবে অবশ্যই এ ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর্থিক লাভের কোনো বিষয় থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে শিক্ষকদের সপ্তাহে ৮ থেকে ১৬টি ক্লাস নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। আইন আছে অনুমতি সাপেক্ষে কোনো শিক্ষক বাইরে কাজ করলে তার পাওনার শতকরা ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিন্তু এসব আইন অধিকাংশ সময় মানা হয় না।

আইন অমান্য করায় কোনো শিক্ষককে এ পর্যন্ত কখনো শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি। সূত্র জানায়, কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়েছে, আইন করে এসব কখনো বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষকদের কনসালটেন্সী বা পার্টটাইম চাকরি বন্ধ না করে কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কাজ থেকে অর্জিত আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা পড়ানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক শফি চৌধুরী শিক্ষকদের কনসালটেন্সী বা পার্ট টাইম চাকরি বিরোধিতা করে বলেন, বাংলাদেশের মতো বেকার সমস্যাগ্রস্ত একটি দেশে, একজন চার-পাঁচটি চাকরি করবেন এটা মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা মেধাবি তরুণরা অনায়াসে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারে। তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজন হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী এ বিষয়ে ভোরের কাগজকে জানান, কনসালটেন্সী বা পার্টটাইম চাকরি বন্ধের প্রশ্নই প্রশ্নই আসে না। তবে তা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার যদি মনে করে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন বা নীতি গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রয়োজন, তাহলে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দেশসেবা করবে না?